

প্রশ্ন

আমি একবার ভুলবশতঃ মুসাল্লার (নামায পড়ার জায়গার) মহল্লাদেরকে বলছিলাম যে আমাদের জন্য নামাযরত নারীদের সামনে দিয়ে হুঁটে যাওয়া সম্ভব; এতে কোনো সমস্যা নাই। ফলে ময়েরো মসজিদে নামাযরত ব্যক্তিদের সামনে দিয়ে পরেয়ে যাওয়া শুরু করল। পরে আমি জানতে পারলাম যে কোনো বোন যদি একাকী নামায পড়ে তাহলে তার সামনে দিয়ে যাওয়া জায়যে নাই। তার সামনে দিয়ে যে অতক্রিম করবে তার উচিত হবে তাকে বাধা দেওয়া। আর তার সামনে দিয়ে যে পার হবে সে শয়তান বলে গণ্য হবে।

মসজিদে যে মহল্লারা উপস্থিতি ছিল, তাদের অনেকে আমায় বিষয়টি জানিয়ে দিচ্ছিলেন। আমি না জানে বিষয়টি বলার জন্য খুবই অনুতপ্ত। আল্লাহর কাছে আমি মাফ চয়েছি। কিন্তু আমি যা বলছি তা নিয়ে আমি অনুশোচনায় ভুগছি। কারণ মানুষজন সঠিক হয়তো করতে থাকবে এবং প্রচার চালাবে। এর কারণ হবে আমি এবং পাপের দায়ভার আমিই বহন করব।

মসজিদে কী করণীয় সঠিকি আপনি আমাকে জানাতে পারবেন? একাকী নামায পড়ছে এমন ব্যক্তির সামনে দিয়ে যদি কেউ যতে চায় তাহলে সে কোন দিক দিয়ে যাবে? এটিকি মক্কা-মদীনার হারামে নামাযরত মুসল্লীদের উপরও প্রযোজ্য হবে?

প্রতি উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আল্লাহ আপনাকে মাফ করে দি। জানে রাখুন, আপনি অনেকে বড় পাপ করছেন। সঠিকি হলে আল্লাহর ব্যাপারে না জানে কথা বলছেন। এই পাপকে আল্লাহ শরিকের সাথে সংযুক্ত করছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنْزَلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

“বলো, বস্তুত আমার রব হারাম করছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীল কাজকর্ম, (সবরকম) পাপ, অসঙ্গত বাড়াবাড়ি, আল্লাহর সাথে তোমাদের শরীক করা, যার পক্ষে তিনি কোন প্রমাণ নাযলি করেননি এবং আল্লাহ সম্পর্কে তোমাদের এমন কথা বলা যা তোমরা জানো না।”[সূরা আ'রাফ: ৩৩]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “যে ব্যক্তি ইসলামে ভাল সুন্নত (রীতি) চালু করবে সে তার নিজের এবং ঐ

সমস্ত লোকেরে সওয়াব পাবে, যারা তার (মৃত্যুর) পর এর উপর আমল করবে। তাদের সওয়াবেরে কিছু পরিমাণও কম করা হবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলামে কোনো মন্দ সুন্নতেরে (রীতির) প্রচলন করবে, তার উপর তার নিজেরে এবং ঐ লোকদেরে কোনো বরতাবে যারা তার (মৃত্যুর) পর এর উপর আমল করবে। তাদের গুনাহর কিছু পরিমাণও কম করা হবে না।”[হাদীসটি মুসলিম (১০১৭) জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণনা করছেন]

সুতরাং আপনার উচিত হলো আল্লাহর কাছে তাওবা করে এই পাপ থেকে ক্ষমা চাওয়া। আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আপনাকে একন্ষিট তাওবা করার তৌফিক দান করেন।

পাশাপাশি আপনি জানেন প্রথম যে বলছেন সেটি যারা শুনছে তাদেরকে সে বিষয়টি জানিয়ে নিজেকে দায়মুক্ত করার প্রচেষ্টা করবেন।

আর আপনি যে প্রশ্নটি উল্লেখ করছেন সেটির ব্যাপারে বলব: যে ব্যক্তি মুসল্লীর সামনে দিয়ে গমন করতে ইচ্ছুক তার অবস্থা নমিনেরে যে কোনো একটা:

১- মুসল্লীর সম্মুখ দিয়ে গমন করা। অর্থাৎ তার দাঁড়ানো ও সজিদার মাঝেরে স্থান দিয়ে গমন করা। এটি হারাম। বরং এটি বড় ধরনের কবীরা গুনাহ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “নামায আদায়কারী ব্যক্তির সামনে দিয়ে গমন করার পাপ সম্বন্ধে যদি গমনকারী জানতো তবে সে তার সম্মুখ দিয়ে গমন করার চেষ্টা চল্লিশ দাঁড়িয়ে থাকাকে তার জন্য শ্রমে মনে করতো।” বর্ণনাকারীদের মাঝে একজন আবুন-নদ্বর। তিনি বলেন: আমি জানি না তাকি চল্লিশ দিন, নাকি চল্লিশ মাস, নাকি চল্লিশ বছর বলছিলেন।[হাদীসটি বুখারী (৫১০) ও মুসলিম (৫০৭) আবু জুহাইম রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণনা করছেন]

এক্ষেত্রে মুসল্লীর সামনে সুতরা (বিশেষ লাক্ষা) থাকা কিংবা না থাকার মাঝে কোনো পার্থক্য নেই।

২- তার সজিদার স্থানের বাহিরে দিয়ে অতিক্রম করা। এর দুটি অবস্থা:

(ক) মুসল্লী যদি সুতরা দিয়ে নামায পড়ে। এখানে সুত্রার সামনে দিয়ে অতিক্রম করা জায়েয। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “যখন তোমাদের কেউ নামায আদায় করতে যাবে তখন সে যেন তার সম্মুখে কিছু স্থাপন করে। কিছু না পলে লাক্ষা খাড়া করে দেয়। তাও যদি না থাকে তাহলে একটা রথো টেনে দিবে। এর ফলে সুত্রার সামনে দিয়ে কেউ গেলে কোন ক্ষতি হবে না।”[হাদীসটি আহমদ (৩/১৫), ইবনে মাজাহ (৩০৬৩) ও ইবনে হিব্বান (২৩৬১) বর্ণনা করছেন। ইবনে হাজার বলুগুল মারাম বইয়ে (২৬৯) বলেন: যনি দাবি করেন হাদীসটি মুদতারবি, তিনি সঠিক বলেননি। বরং হাদীসটি হাসান]

তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “তোমাদের কেউ যখন নিজের সামনে হাওদার খুঁটির মত কিছু রেখে দেয়, তারপর এর দিকে নামায আদায় করে তখন খুঁটির পছিনে দিয়ে কেউ চলাচল করলে সেটাকে



সে ভরুক্షপে করবে না।”[হাদীসটি মুসলিমি (৪৯৯) বর্ণনা করেন]

(খ) মুসল্লী যদি সুতরা না দিয়ে নামায পড়ে। এমন অবস্থায় তার জায়গা কেবল সজিদার স্থান পর্যন্ত। আলমেদের মতের মাঝে এটি সঠিক হওয়ার সবচেয়ে কাছাকাছি। যিনি গমন করতে চান, তিনি মুসল্লীর সজিদার স্থানরে বাহিরে দিয়ে যাবেন। কারণ হাদীসের নষিধোজ্ঞা হচ্ছে মুসল্লীদে ঠকি সামনে দিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে। আর তার সজিদার স্থানরে বাহিরে স্থান মুসল্লীর ঠকি সামনে নয়।

শাইখ ইবনে উছাইমীন রাহমিহুল্লাহ মুসল্লী তার সামনে কী পরিমাণ স্থানে কাউকে যেতে বাধা দিতে পারবে তা নিয়ে মতামতগুলো উল্লেখ করার পর বলেন:

‘যে মতটি সঠিক হওয়ার সবচেয়ে কাছাকাছি সটেই হলো: ব্যক্তির দুই পা ও তার সজিদার স্থানরে শেষে সীমা পর্যন্ত। কারণ নামাযে মুসল্লীর জন্য এর চয়ে বশে স্থানরে প্রয়োজন নই। সুতরাং মানুষরে যা প্রয়োজন নই সটে থেকে বাধা দেওয়ার অধিকারও তার নই।’[আশ-শারহুল মুমতী (৩/৩৪০)]

এ কথাগুলো সে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যদি ব্যক্তি একাকী নামায আদায়কারী কথিবা ইমাম হয়। আর যদি সে মুক্তা দিহ্য তাহলে ইমামরে সুতরাই তার সুতরা হিসেবে যথেষ্ট।

বুখারী রাহমিহুল্লাহ বলেন: ‘ইমামরে সুতরা তার পছেনরে ব্যক্তিদে সুতরা শীর্ষক পরিচ্ছদে:

ইবনে আব্বাস বলেন:

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মনিয় সালাত আদায় করছিলেন, তাঁর সামনে কোন দয়োল ছিল না। তখন আমি একটি গাধীর পঠি আরোহন করে আগমন করলাম। সে সময় আমি আমি সাবালক হবার নকিটবর্তী বয়সে পড়েছি। আমি কোন এক কাতাররে সামনে দিয়ে গমন করছি এবং গাধীটকি বচিরণরে জন্য ছড়ে দিয়েছি। আমি কাতাররে ভতেরে ঢুকছি; কিন্তু আমাকে নষিধে করা হয়নি।’[হাদীসটি বুখারী (৭৬) ও মুসলিমি (৫০৪) বর্ণনা করেন] [দেখুন: আল-মুগনী (২/৪২), (২/৪৬)]

আলমেদের মতগুলোর মাঝে বশিদ্ধ মত হলো মক্কা ও অন্যান্য স্থানরে একই হুকুম; যেহেতু দলীলগুলোর মর্ম সাধারণ। এর ব্যাপকতা থেকে মক্কাকে বরে করে দেয় এমন কোনোটো প্রমাণ নই। শাইখ ইবনে উছাইমীনরে মতও এটি।[দেখুন: আশ-শারহুল মুমতী (৩/৩৪২)]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।